Script for Vigyan Prasar Radio Serial

Episode No. 39

Increase soil salinity

Written by Dr. Sima Mukhopadhyay

From Science Communicators Forum

দৃশ্যঃ ১

[গবেষণাগারে একজন প্রফেসরের সঙ্গে একজন নতুন পোস্টডক্টর‍্যাল স্কলারের কথাবার্তা]

তৃণা : আসব স্যার।

স্যার : ইয়েস, কাম ইন।

তৃণা : নমস্কার স্যার আমি তৃণা চৌধুরী, সবিতা ম্যাডাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।

স্যার : ও হ্যাঁ হ্যাঁ। সবিতা আমাকে ফোন করে তোমার আসার কথা বলেছে। তুমি তো পিইচডি-র থিসিস জমা করে দিয়েছ। এখন পোস্টডক করতে চাও। কিন্তু আমার কাছে কেন?

তৃণা : আমি যে ল্যাবে কাজ করেছি সেখান থেকে অ্যাপ্লাই করা যাবে না। কাজটা অন্য ল্যাবে করতে হবে। আমি নেটে আপনার কাজের প্রোফাইল দেখেছি। সুন্দরবনের ইকো সিস্টেমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আপনি কাজ করেছেন। আমার সুন্দরবনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কী ভাবে পড়েছে এই ব্যাপারট নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা। তাই আপনার কাছে এসেছি।

স্যার : তুমি সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে?

তৃণা : হ্যাঁ স্যার ফিল্ড বেসড কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে।

স্যার : ঠিক আছে তুমি এব্যাপারে একটু পড়াশোনা করে এসো। আমিও ভাবনাচিন্তা করি। আগামী সপ্তাহে কাজটা নিয়ে আলোচনা করে প্রোজেক্ট তৈরি করা যাবে।

তৃণা : থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আমি তাহলে সামনের সপ্তাহেই আসছি। আসলে থিসিসটা জমা দেওয়ার জন্য খুব চাপের মধ্যে ছিলাম। এখন ওটা জমা দেওয়ার পর খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। আগের কাজটা ছিল বেসিক রিসার্চের। এখন এমন একটা কিছু কাজ করতে ইছে করছে যেটা সরাসরি মানুষের কাজে লাগে।

দৃশ্যঃ ২

[তৃণার বাড়ি। কলিং বেলের আওয়াজ]

মিনু : তুমি এসেছো দিদি। মা চিন্তা করছে তোমার দেরি হচ্ছে দেখে।

তৃণা : মায়ের তো চিন্তা করাটা একটা রোগ। আরে বাবা পথে-ঘাটে বাস-ট্রাম ঠেঙিয়ে আসতে সময় লাগে না? মিনুমাসি তুমি আজ এত তাড়াতাড়ি এসেছো। তুমি তো আরো পরে ঢোক আমাদের বাড়ির কাজ করতে।

মিনু : হ্যাঁ আজ একটু আগেই এসেছি। তোমাদের বাড়ির কাজটা সেরে চোখের হাসপাতালে যাব।

তৃণা : তোমার আবার চোখে কী হল?

মিনু : আমার নয় গো। আমার বাবার চোখটা দেখাব। গতকাল সুন্দরবন থেকে এসেছে বাবা আর ছোট বোন। কদিন থাকবে। ডাক্তার অনেকদিন আগেই বলেছে ছানি অপারেশন করাতে। ভাবছি এবার বাবার চোখের অপারেশনটা করিয়েই দেব।

তৃণা : ও মিনুমাসি তোমার বাপের বাড়ি বুঝি সুন্দরবন?

মিনু : হ্যাঁ গো।

তৃণা : [স্বগক্তি] ওমা এযে দেখছি মেঘ না চাইতে জল।
কোথায় দাদু?

মিনু : বাবা তোমাদের পিছনের বারান্দায় বসে চা মুড়ি খাচ্ছে। তুমি আগে মায়ের সঙ্গে দেখা কর। মা খুব চিন্তা করছে।

তৃণা : মা তুমি শুধুমুধু চিন্তা কর। একটা জায়গায় গিয়েছি কথাবার্তা বলে আসতে সময় লাগবে না।

তৃণার মা : মায়ের মন, বুঝিস না। যতক্ষণ না বাড়ি ফিরিস শান্তি পাই না। তা তোর কাজ হোল? যে স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলি কথা হয়েছে?

তৃণা : হ্যাঁ মা, সব তোমাকে পরে বলবো। আমি এখন যাই মিনুমাসির বাবার সঙ্গে কথা বলে আসি। উনি সুন্দরবন থেকে এসেছেন তো, আমার যে সব বিষয়ে জানার আছে ওনার কাছে থেকে জেনে যেতে পারি।

মা : পাগলি মেয়ে। যাও জামাকাপড় ছেড়ে আগে খেয়ে নাও তারপর অন্য কথা।

তৃণা : ও মিনুমাসি দাদুতো বসে বসে ঘুমাচ্ছে।

মিনু : বাবার অনেক বয়েস হোল তো। আগে বাবাকে কোনদিন বসে থাকতে দেখিনি। এখন বাবা বেশির ভাগ সময় বসে বসে ঝিমোয়। তুমি খেয়ে নাও আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।

তৃণা : না না ডেকো না। একটু পরে না হয় কথা বলবো।

মিনু : (আসে আস্তে) বাবা ও বাবা তুমি কি ঘুমোলে?

মিনুর বাবা : এ্যা... এ্যা... না – না। বয়েস হয়েছে তো বসে থাকলে ঝিমুনি আসে। বল্ কি বলবি বল্।

মিনু : এই দ্যাখো এই বাড়ির বৌদির মেয়ে তৃণাদিদি তোমার সঙ্গে কথা বলবে বলে বসে আছে।

তৃণা : দাদু আমি তৃণা তোমার কাছে সুন্দরবনের নানান গল্প শুনব বলে বসে আছি।

মিনু : বাবা তৃণাদিদি ওই আয়লার ঝড়ের গল্প শুনতে চায়। আমি তো তখন ছোট। খালি মনে পড়ে লাইন দিয়ে বাটি পেতে খিচুড়ি খেতাম।

মিনুর বাবা : সে সব দিনের কথা মনে পড়লে আর ভালো লাগে না। চাষের জমি, পুকুর, খান পাঁচেক গোরু সব নিয়ে ভরা সংসার। ৮৫ সালে থাবা বসায় ভাঙন। সাতফুট উচুঁ বাঁধ থেকে দশমিনিট দূরে ছিল আমাদের ঘর। চোখের সামনে বাড়ি জমি সব তলিয়ে যেতে দেখলাম।

তৃণা : তারপর নতুন করে সব কলরে দাদু?

মিনুর বাবা : হ্যাঁ দিদিভাই এবারে বাঁধ থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে আবার ঘর বাঁধলাম আমরা জ্ঞাতিগুষ্ঠি মিলিয়ে ২৫-৩০টা পরিবার। কোটাল এলেই বুক কাঁপে। নদীর জল বাঁধ উপচে ভাসিয়ে না দেয় সব।

তৃণা : দাদু ২০০৯ সালে আয়লার ঘূর্ণিঝড়ে তোমাদের তো আরও বিপদে পড়তে হয়েছিলো?

মিনুর বাবা : সে ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। ভরা কোটালে ডুবিয়ে দিয়েছিলো গোটা সুন্দরবন। কটাদিন স্কুল বাড়িতে কাটাতে হয়েছিলো। মেয়েগুলোকে নিয়ে ওদের মা সেই সময় বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলো তাই রক্ষে। জল নামলে এসে দেখি ভিটে মাটির উপর দিয়ে পড়ে রয়েছে নুনের পরত। গোরুগুলো যে কোথায় ভেসেগেল জানি না। নোনা জলের ক্ষেতের গাছ-গাছালি সব নষ্ট হয়ে গেল।

তৃণা : আবার সব নতুন করে শুরু করতে হোল?

মিনুর বাবা : সে আর বলতে। মাটির তলার জল টেনে যে নতুন চাষ হবে তার আর উপায় রইলো না।

তৃণা : কেন?

মিনুর বাবা : সেখানেও পাম্প বেয়ে উঠছে নোনা জল। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়। জল কোথায়? বহুদূর থেকে লাইন দিয়ে খাবার জল আনতে হতো।

মিনু : আমার একটু একটু মনে আছে মার হাত ধরে ছোট বালতি করে জলের গাড়ি থেকে জল আনতে যেতাম।

তৃণা : আচ্ছা দাদু, তোমাদের ওই নোনা জমিতে পরে চাষ করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে না।

মিনুর বাবা : আমি তো বসেই গেলাম। আয়লার ধকল আর নিতে পারিনি। আমার ভাইপোরা সব মাঠে যেত। প্রথম প্রথম সরকার থেকে যে ধানের বীজ দিল তা থেকে গাছ গজাতোই না এতো নুনে পুড়ে গেছিল জমি।

তৃণা : তা হলে তোমরা কী করলে?

মিনুর বাবা : সে এক অন্য গল্প। আয়লার পর এক বিজ্ঞানী এসেছিলেন আমাদের এলাকাতে। শুনলাম তাঁর কাছে নাকি নানা এলাকায় পুরনো জাতের ধানের বীজ মজুত করা আছে। তিনি আমাদের চার ধরনের ধান দিয়েছিলেন নোনা জমিতে চাষ করতে।

তৃণা : দাদু তোমার ধানগুলোর নাম মনে আছে?

মিনুর বাবা : তা মনে থাকবে না দিদিভাই। ওই তো তালমুগরা, গেটু, সাদা গেটু আর নোনা খিরিশ।

তৃণা : ওই বীজ ধানে কাজ হলো?

মিনুর বাবা : হ্যাঁ সেই ধান থেকেই তো এখনও চাষ চলছে। প্রথমে আমাদের সন্দেহ ছিল এত নোনা জমিতে বোধহয় কোন ধানই আর চাষ কর যাবে না। তবে ভুল ভাঙ্গতে দেরী হয়নি। ওই বিজ্ঞানী বলেছিলেন উনি বেশ কিছুদিন আগে এইসব

এলাকা থেকেই নোনা জলে হতে পারে এমন সব ধাবের বীজ সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছেন।

তৃণা : আচ্ছা দাদু তোমাদের দেশে গেলে এইসব ধান দেখাতে পারবে?

মিনু : তুমি আমাদের দেশে যাবে? সে তো অনেক দূর।

তৃণা : বাঃ মিনুদি তোমার যেমন কথা। লোকে দূর দেশে বেড়াতে যায় না? আর আমি তো যাব কাজে।

মিনুর বাবা : **তুমি আমাদের দেশ গাঁ দেখতে যাবে সে তো খুব আনন্দের কথা দিদিভাই।**

তৃণা : **আমি আমার বন্ধুরা**, **স্যার** সকলে মিলে যাবো তোমাদের চাষ আবাদ দেখতে।

মিনুর বাবা : খুব ভালো কথা। একটু আগে থেকে জানিয়ে এসো। আমার ভাইপোরা আছে। গ্রামের আরো সব লোকজন আছে। তোমাদের সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে।

তৃণার মা : তৃণা ওদের আজ ছেড়ে দাও, মিনু আজ তাড়াতাড়ি এসেছে বাবাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে বলে। এদিকে তুমি এসে গল্প জুড়ে দিয়েছ ওদের সঙ্গে।

তৃণা : মা তুমি না কিচ্ছু বোঝ না। আমি আমার কাজের ব্যাপারেই ওই দাদুর সঙ্গে কথা বলছিলাম।

তৃণার মা : বুঝেছি। বয়স তো আমার কম হল না। তুমি যে স্যারের সঙ্গে আজ দেখা করতে গিয়েছিলে তিনি মনে হয় সুন্দরবনের চাষবাস নিয়ে কাজ করেন তাই তুমি বাড়ি ঢুকেই মিনুর বাবা সুন্দরবন থেকে এসেছেন শুনে তোমার কাজের ব্যাপারে ওনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছ।

তৃণা : একদম ঠিক, তোমাকে ১০০তে ১০০ দিলাম তোমার সঠিক অনুমাণের জন্য। ঠিক আছে মিনুদিদি এখন তোমরা ডাক্তারের কাছে যাও। আমি তোমার সাথে পরে কথা বলবো।

তৃণার মা : চলো তিন্নু খেয়ে নেবে চলো।

তৃণা : মা একটু পাঁপর ভেজে দাও না গো, খুব খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তৃণার মা : আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ওরা বেরোলে দরজাটা বন্ধ করে এসো। আমি গরম গরম পাঁপড় ভেজে দিচ্ছি।

দৃশ্যঃ ৩

[গবেষণাগারের প্রফেসরের সঙ্গে স্কলারটির কথাবার্তা]

তৃণা : আসছি স্যার।

স্যার : এসো তৃণা এসো। আজ যদিও একটু বেরোনোর আছে চট করে তোমার কাজের ব্যাপারে একটু কথা বলে নি। কী খবর বলো? তুমি সুন্দরবন এলাকার চাষ আবাদের ব্যাপারে কিছু খবর নিতে পেরেছ?

তৃণা : হ্যাঁ স্যার, আমার হঠাৎ করেই দক্ষিণ ২৪-পরগণার আলয়ার ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়া এক পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। ওখানে গিয়ে দেখে বুঝে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

স্যার : ভেরী গুড। বাঃ এর মধ্যে যোগাযোগ করে ফেলেছ সুন্দরবলে থাকে এমন লোকজনের সঙ্গে।

তৃণা : আসলে আমাদের বাড়ির কাজের মাসির বাপের বাড়ি সুন্দরবনে। অদ্ভুতভাবে মাসির বাবার সাথেও দেখা হয়ে গেল। ওখারকার চাষবাসের ব্যাপারে অনেক কথা জানতে পারলাম।

স্যার : কী তথ্য সংগ্রহ করলে শুনি।

তৃণা : আয়লার পর জমির স্যালিনিটি মানে লবনত্ব এত বেড়ে গিয়েছিলো যে কোন ধানই চাষ করা সম্ভবপর হচ্ছিল না। তারপর একজন বিজ্ঞানীর দেওয়া নোনা জমির উপযুক্ত বীজ ধান থেকে চারা তৈরি করে ধান চাষ করে ওই এলাকার মানুষ।

স্যার : হ্যাঁ তুমি ঠিক তথ্যই সংগ্রহ করেছ। ডঃ দেবল দেবের সংগ্রহ রয়েছে দেশীয় ধানের বিরাট সম্ভার। নোনা জমিতে হয় এমন দেশীয় বীজ ধান উনি অনেক আগেই ওই সব এলাকা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এই সব দেশীয় ধান বীজ আর ওই এলাকার কৃষকদের কাছে পাওয়াই যায় না।

তৃণা : স্যার এখন তো বেশির ভাগ জমিতেই বোরো ধানের চাষ হচ্ছে।

স্যার : হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। এই চাষে ফলন বেশি ঠিকই কিন্তু খরচ ও বেশি। প্রচুর জল লাগে। সব জায়গায় সেচের সুবিধা নেই। পাম্প করে মাটির তলার জল অরিতিক্ত টেনে তুলে নেওয়ার ফলে সারা দেশে জল সংঙ্কট দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর এইসব অধিক ফলনশীল জাতের ধান অতিরিক্ত নোনা জমিতে চাষই করা যায় না।

তৃণা : স্যার দেশীয় প্রজাতির সংরক্ষণ তাহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

স্যার : হ্যাঁ। ধান ছাড়াও নোনা জমিতে হয় এমন সবজি চাষের ব্যাপারে একটা প্রোজেক্টের কথা ভাবছি। তোমাকে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

তৃণা : ঠিক আছে স্যার। আমি ঠিক করে ফেলবো। কিন্তু একটা জিনিস ঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে না স্যার আমার কাছে।

স্যার : কোন ব্যাপারটা।

তৃণা : স্যার জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে স্যালিনিটির কি সম্পর্ক?

স্যার : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে এটা আমরা সকলেই বুঝতে পারছি। মেরু অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলতে শুরু করেছে। সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী সুন্দরবন লাগোয়া সাগরের জলতল প্রতি বছর আট মিলিমিটার করে বাড়ছে। হঠাৎ হঠাৎ প্রবল ঝড় ঝঞ্জায় সাগরের লোনা জল ঢুকে পড়ছে দ্বীপগুলোতে। জমির লবণত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তৃণা : এবার বুঝেছি স্যার। আর মাটির লবণত্ব যত বাড়বে এলাকার গাছগাছালির উপর তার প্রভাব সোজাসুজি পড়বে।

স্যার : হাঁ লবণাক্ত মাটিতে বীজ থেকে চারা তৈরি হবে না। গাছ শিকড় দিয়ে যে লবণ মেশানো জল টেনে নেয় পাতায় খাবার তৈরি করতে সেটা বাধা পায়। কারণ অসমোসিস প্রক্রিয়া কাজ করবে না।

তৃণা : হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। গাছের শিকড়ের কোষের ঘনত্ব থেকে শিকড়ের বাইরে মাটির মধ্যে থাকা লবণ মেশানো জলের ঘনত্ব বেশি হলে শিকড়ের মধ্যে জল ঢুকতে পারবে না।

স্যার : আরো সব নানান সমস্যা হবে। ইতিমধ্যে সুন্দরবনের জলের লবণত্ব বাড়ার জন্য বেশ কিছু ম্যানগ্রোভ প্রজাতি নতুন জায়গার খোঁজে দূরে পাড়ি দিচ্ছে।

তৃণা : ও মা কি ইন্টারেস্টিং। খরা বা বন্যায় যেমন মানুষ এক এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

স্যার : হ্যাঁ ব্যাপারটা কিছুটা সে রকমই। একটি সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে কাঁকড়া, ওরা, গেঁও, সুন্দরী, কৃপাল,

হাড়জোড়া, কালো বাইনের মত সাতটি প্রজাতির প্রকৃত ম্যানগ্রোভ আর সমুদ্র, পানলতার মতো আরো দুটি প্রজাতির ম্যানগ্রোভ অ্যাসোসিয়েটসের দেখা পাওয়া গিয়েছে অন্যত্র।

তৃণা : এদের কোথায় পাওয়া গিয়েছে?

স্যার : এরা সুন্দরবন থেকে হুগলি নদীপথে দেড়শো কিলোমিটার নদীপথ পেরিয়ে বাবুঘাট, মিলেনিয়াম পার্ক, বটানিক্যাল গার্ডেন, বেলুড় অবধি চলে গিয়েছে।

তৃণা ব্যাপারটা মনে হয় ভালো নয় স্যার।

স্যার : অবশ্যই। এই প্রবণতা ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজনক। আমার এক ছোটবেলার বন্ধু ম্যানগ্রোভ বিশেষজ্ঞ। ওর কাছে থেকেই এই সব তথ্য পেয়েছি। সুন্দরবনের জলের লবণত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণেই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান শুরু করেছে ম্যানগ্রোভ প্রজাতিগুলি।

[আর একজন প্রফেসরের প্রবেশ]

চিন্ময় স্যার : আসতে পারি।

স্যার : আরে চিন্ময় যে, কবে ফিরলি দেশে?

স্যার : তা সপ্তাহ খানেক হলো।

স্যার : ও বাবা এতদিন হয়ে গেল এসেছিস যোগাযোগ করিস নি তো।

চিন্ময় স্যার : আর বলিস না, এসেই চিঠি পেলাম সুন্দরবন রামসার সাইট হিসেবে গণ্য হতে চলেছে। এ ব্যাপারে কিছু রিপোর্টের দরকার ছিল। ওটা নিয়েই খুব ব্যস্ত ছিলাম। শুনলাম যারা সুন্দরবনের নানা দিক নিয়ে কাজ করেছে সকলের কাছেই চিঠি আসবে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য। তুই পেয়েছিস কোন চিঠি।

স্যার : না এখনও পর্যন্ত পাইনি। আজই একটু আগে তোর কথা হচ্ছিল। আলাপ করিয়ে দিই। ও হচ্ছে তৃণা। সবে থিসিস সাবমিট করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনে সুন্দরবনের চাষবাসে তার প্রভাব নিয়ে কাজ করতে চায়। আর তৃণা তোমাকে একটু আগে বলছিলাম ম্যানগ্রোভ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর চিন্ময় গাঙ্গুলির কথা।

তৃণা : নমস্কার স্যার।

চিন্ময় স্যার : নমস্কার। আচ্ছা তোরা বিশ্ব বিজ্ঞান সমাবেশে যাবি না? আমি এ পাড়ায় এসেছি ওয়ার্ল্ড সাইন্স মার্চে হাঁটবো বলে।

স্যার : হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাব। আমাকে একটু আগে সুধীর ফোন করেছিল। এই উঠব উঠব করছি এর মধ্যে তৃণা এসে যাওয়াতে ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম।

চিন্ময় স্যার : যাক ভালোই হয়েছে। কথা বলছিলি বলে তো সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চল তাহলে যেতে যেতে কথা বলা যাবে।

স্যার : তৃণা তুমি কি যাবে নাকি সাইন্স মার্চে। প্রচুর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, বিজ্ঞানীরা এই সমাবেশে যোগ দেবে। এখনও উন্নয়নের নামে বৃক্ষনিধন যজ্ঞ, গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি, জলস্তর নেমে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলো আলোচনা হবে।

তৃণা : হ্যাঁ স্যার যাব। এখানে আসার আগে আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওদের সঙ্গে যাব। ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আজতো প্রোজেক্টের ব্যাপারে পুরো আলোচনা শেষ হল না, পরের দিন বাকিটা করা যাবে।

স্যার : ঠিক আছে পরেরদিন যেদিন আসবে চিন্ময়ের ল্যাবে নিয়ে যাবো। সুন্দরবনের গাছপালার উপর ওর একটা সুন্দর ডিসপ্লে আছে।

চিন্ময় স্যার : হ্যাঁ এর মধ্যেই একদিন চলে আয় তোরা। আর তৃণা যে বিষয়ের উপর কাজ করতে চায় পঞ্চায়েত স্তরে আমার একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব ভালো পরিচয় আছে। উনি তৃণাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। ওনার নম্বর দিয়ে দেব।

স্যার : ঠিক আছে আজ তাহলে ওঠা যাক। অইতো স্লোগানের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

..... গাছকাটা চলবে না। চলবে না।
গাছ, বাঁচান, গাছ লাগান।
বৃষ্টির জল ধরে রাখতে হবে। রাখতে হবে
জল বাঁচান। গাছ লাগান।

[স্লোগানের আওয়াজ ধীরে ধরে বাড়তে থাকবে]